প্রথম আলো
17 SEP 2008

'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর'-এর সমাবেশ

যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের বরখাস্ত দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

একজন ছাত্রী যখন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে লেখাপড়া করতে আসে, তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই নিরাপত্তাদানকারী বাবা অথবা বড় ভাইয়ের মতো দেখে। কিন্তু এসব শিক্ষকই যখন যৌন নির্যাতনকারীর ভূমিকায় নামেন, তখন সে আর কোথায় নিরাপত্তা খুঁজবে, বিচার চাইতে গেলেও বিচার পাবে না। কারণ শিক্ষকেরাই যেখানে বিচারক। তখন উপায় থাকে আত্মহত্যা, নয়তো জীবন থেকে পলায়ন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি মো. সানোয়ার হোসেনকে স্থায়ী বরখাস্তের দাবি জানিয়ে বক্তারা গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সড়কদ্বীপে অনুষ্ঠিত সমাবেশে এসব কথা বলেন। 'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর'-এর ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে গত ১৩ সেপ্টেম্বর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেন।

গতকালের সমাবেশে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সমাবেশে বলেন, যৌন নিপীড়নকারী এবং আলবদর ও আল-শামসরা একই শক্তি। একাত্তরে আলবদর নামক ব্যাধি ছিল এবং তারা এখনো আছে। সেই সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে যৌন নিপীড়নের ব্যাধি। তিনি বলেন, যৌন নিপীড়নের এ ঘটনায় যদি অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচার না হয়, তবে যৌন নিপীড়ন সমাজে আরও গেঁড়ে বসবে। আর কোনো অভিভাবক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের লেখাপড়া করতে পাঠাবেন না।

প্রবীণ সাংবাদিক কামাল লোহানী বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষক সানিকে নির্দোষ প্রমাণ করে যে প্রতিবেদন সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। তেল-গ্যাস-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'যেহেতু এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাই শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি মানি না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অথবা বাইরের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে পুনরায় তদন্ত করতে হবে।'

কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, 'আগামী ২৪-৭২ ঘণ্টার মধ্যে এ ঘটনায় দেশের প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ কামনা করছি। তিনি চাইলে সুয়োমোটোর আশ্রয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।'

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলোতে শিক্ষকেরা অনেক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। কোনো শিক্ষক সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করলে তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত এবং সেই প্রবণতা ঠেকাতে প্রয়োজন আইনের।

'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' নাম দিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চার মাস ধরে যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষক সানোয়ার হোসেনের অপসারণের দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। গতকালের সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন দৈনিক *সমকাল* পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আবু সাঈদ খান, *শিক্ষা বার্তার* সম্পাদক এ এন রাশেদা, প্রাবন্ধিক নূর মোহাম্মদ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. পিয়াস করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কাবেরী গায়েন, গণসংহতি আন্দোলনের নেতা জুনায়েদ সাকী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফাতেমা বেগম, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সভাপতি তাহেরা বেগম জলি প্রমুখ।

গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, জাতীয় ছাত্রদল, বিপ্লবী ছাত্র সংঘ, সংস্কৃতির নয়া সেতু ও প্রগতির পরিব্রাজক দল এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে অভিযুক্ত শিক্ষক সানোয়ার হোসেনের বরখাস্তসহ বিচার দাবি করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে আগামী দুই মাসের মধ্যে একটি আইন কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শিগগিরই সরকার এ বিষয়ে নীতিনির্ধারণী দিকনির্দেশনাসহ মতবিনিময়ের জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সমন্বয়ে এক সভায় বসবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে সৃষ্ট পরিস্থিতি সরকার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠানের [illegible]